Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Poush 25, 1432 Bangla, January 09, 2026, Friday, No. 09, 56th year

H I G H L I G H T S

Foreign Affairs Adviser Md Touhid Hossain has termed latest decision by US about imposition of a 'visa bond' against Bangladesh is very unfortunate. However, he said such a decision is not abnormal. [Jago FM: 13]

After Delhi and Agartala Bangladesh has further restricted visa issuance for Indian nationals, extending the curbs to its deputy high commissions in Kolkata, Mumbai and Chennai. [BBC: 04]

Law Adviser Asif Nazrul has said a draft ordinance has been prepared to grant legal immunity to the July fighters for their actions during the July uprising. [BBC: 03]

Member of the European Parliament and Chief Observer of the EU Election Observation Mission Ivars Ijab has said a 200-member EU delegation will observe Bangladesh's upcoming 13th parliamentary election. [BBC: 03]

DMP has imposed a ban on all types of meetings, rallies, mass gatherings and sit-in programs in several key areas including Chief Justice's residence from next Saturday until further notice. [BBC: 03]

BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has claimed that the killing of former volunteer party leader Azizur Rahman Mosabbir was carried out to embarrass the current interim government. [BBC: 04]

Liquefied Petroleum Gas traders called off their indefinite nationwide suspension on LPG cylinder supply and sales following a meeting with the Bangladesh Energy Regulatory Commission. [BBC: 09]

After Dhaka, Jahangirnagar, Rajshahi & Chittagong Universities, candidates from Shibir-backed panel have won most of the positions in Jagannath University Student Union elections. Analysts say long-standing absence of democratic political practice in public universities has been a major factor behind victory of Shibir-backed panel. [BBC: 08]

Bangladesh has decided not to travel to India to play the T20 World Cup due to security concerns posed by anti-Bangladesh activities and statements by Hindu organizations in India. [Jago FM: 14]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

পৌষ ২৫, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ০৯, ২০২৬, শুক্রবার, নং- ০৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আবেদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের `ভিসা বন্ড, বা জামানত আরোপের বিষয়টি দুঃখজনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তবে এটা `অস্বাভাবিক, নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। [জাগো এফএম: ১৩]

দিল্লি ও আগরতলার পর এবার কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসগুলো থেকেও ভারতীয় নাগরিকদেরকে পর্যটক ভিসা দেওয়া 'সীমিত' করা হয়েছে। [বিবিসি: ০৪]

`জুলাই যোদ্ধাদের, দায়মুক্তি দিয়ে অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি করা হয়েছে ---- জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। [বিবিসি: ০৩]

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অন্তত ২০০ জন পর্যবেক্ষক অংশ নেবেন ---- জানিয়েছেন ইইউ নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ড. ইভারস আইজাবস। [বিবিসি: ০৩]

আগামী শনিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির বাসভবনসহ বিভিন্ন স্থানে সভা, সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। [বিবিসি: ০৩]

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে হত্যা করা হয়েছে ---- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। [বিবিসি: ০৪]

বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সঙ্গে এক বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ব্যবসায়ীরা। [বিবিসি: ০৯]

ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও শীর্ষ নেতৃত্বসহ বেশিরভাগ পদে জয়ী হয়েছেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। বিশ্লেষকরা বলছেন, লম্বা সময় ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার অনুপস্থিতি শিবির সমর্থিত প্যানেলের জয়ের পেছনে একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। [বিবিসি: ০৮]

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হওয়ায়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। [জাগো এফএম: ১৪]

বিবিসি

`জুলাই যোদ্ধাদের, দায়মুক্তি দিয়ে অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি : আইন উপদেষ্টা

`জুলাই যোদ্ধাদের, দায়মুক্তি দিয়ে অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেইসবুক পেজে মি. নজরুল লিখেছেন, "জুলাই যোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে দেশকে `ফ্যাসিস্ট, শাসন থেকে মুক্ত করেছিল। অবশ্যই তাদের দায়মুক্তির অধিকার রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে `ফ্যাসিস্ট, শেখ হাসিনার খুনিদের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম করেছিল, সেজন্য তাদের দায়মুক্তি দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনও রয়েছে।„ এ ধরনের আইন প্রণয়ন সম্পূর্ণ বৈধ বলে মন্তব্য করেন তিনি। মি. নজরুল লিখেছেন, "আরব বসন্ত বা সমসাময়িককালে বিপ্লব (বা গণ-অভ্যুত্থানে) জনধিকৃত সরকারগুলোর পতনের পর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের দায়মুক্তির আইন হয়েছে।„ তিনি পোস্টে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে দায়মুক্তির আইনের বৈধতা রয়েছে এবং ১৯৭৩ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দায়মুক্তি আইন হয়েছিল। এসব নজির ও আইনের আলোকে আইন মন্ত্রণালয় দায়মুক্তি অধ্যাদেশের একটি খসড়া তৈরি করেছে বলে জানান তিনি। "ইনশাল্লাহ্ আগামী উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে তা (অধ্যাদেশের খসড়া) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। জুলাইকে নিরাপদ রাখা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব„, লিখেছেন আইন উপদেষ্টা মি. নজরুল। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন কমিশন চাইলে মাঠ প্রশাসনে রদবদলের বিষয় বিবেচনা করা হবে : মন্ত্রিপরিষদ সচিব

রাজনৈতিক দলের অভিযোগে নয়, নির্বাচন কমিশন চাইলে মাঠ প্রশাসনে রদবদলের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ। জাতীয় নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জায়গায় `দলীয়, জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) নিয়োগের অভিযোগ তুলে তাদের অপসারণের দাবি ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে এ কথা বলেন তিনি। মি. রশীদ বলেছেন, "আমরা রদবদলের কথা বলছি না তো। তবে নির্বাচন কমিশন যদি `কনভিন্সড, হয়, তারা যদি মনে করেন যে, হ্যাঁ রদবদল প্রয়োজন, তাহলে তারা বলবেন। তখন আমরা সেটা বিবেচনা করবো, সেইভাবে ব্যবস্থা নেব।„ বুধবার জামায়াতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনের মাঠে সবার জন্য সমান সুযোগ নেই অভিযোগ করে `দলীয়, ডিসি ও এসপিদের (পুলিশ সুপার) অপসারণ করার দাবি জানিয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, "নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বা অভিমতের এখন অনেক বেশি মূল্য। সেটাই আমরা অনার করার চেষ্টা করব। তো, তারা কনভিন্সড হোক আগে।„ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সেদিন গণভোটও হবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ২০০ সদস্যের প্রতিনিধিদল পাঠাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ও ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ড. ইভারস আইজাবস জানিয়েছেন, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে তাদের ২০০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কাজ করবে। বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস এ খবর প্রকাশ করেছে। ড. ইভারস আইজাবস বলেন, আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষকরা ডিসেম্বরের শেষ থেকেই বাংলাদেশে কাজ করছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষকরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যসহ সব মিলিয়ে নির্বাচনের সময় ইইউ,র ২০০ জন পর্যবেক্ষক মাঠে থাকবেন। সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি একই সময়ে গণভোট আয়োজন করা নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেন ইইউ,র প্রধান পর্যবেক্ষক। তিনি বলেন, "কমিশন আমাদের জানিয়েছে যে, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তবে কমিশন বিষয়টি যথাযথভাবে সামাল দিতে পারবে বলে আমরা আশা করছি।„ ইইউ প্রতিনিধিদলের প্রধান বলেন, "আমরা এখানে সাহায্য করতে এসেছি। আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবো। কারণ, বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।„ তিনি বলেন, "২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে এবারের নির্বাচনটি হবে এক ঐতিহাসিক নির্বাচন।„ এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবনসহ বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ

প্রধান বিচারপতির সরকারি বাসভবন, বিচারপতি ভবন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান গেট, মাজার গেটসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে যে-কোনো প্রকার সভা-সমাবেশ, মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। বৃহস্পতিবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, জনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স-এর ২৯ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত ওই এলাকাগুলোয় সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হলো। একইসাথে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় ও প্রতিবাদ কর্মসূচির নামে যখন-তখন সড়ক অবরোধ করে যান চলাচলে বিঘ্ন না ঘটানোর জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ভারতীয়দের পর্যটক ভিসা দেওয়া `সীমিত, করল বাংলাদেশ

কলকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাইতে অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসগুলো থেকে ভারতীয় নাগরিকদের পর্যটক ভিসা দেওয়া `সীমিত, করা হয়েছে। এর আগে, দিল্লির দূতাবাস এবং আগরতলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের দপ্তর থেকে ভিসা দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন মাত্র গুয়াহাটির অ্যাসিস্ট্যান্ড হাইকমিশনারের দফতর থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশের ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু থাকল। এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা না হলেও, বুধবার থেকে যে পর্যটক ভিসা দেওয়া `সীমিত, করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করেছে কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের সূত্রগুলি। এখন পর্যটক ভিসা দেওয়া `সীমিত, করলেও বাণিজ্যিক ভিসাসহ অন্যান্য ভিসা দেওয়া চালু থাকছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে থাকা চারটি ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রে ভাঙচুর করা হয়। সে সময় ঢাকায় ভিসা সেন্টারের সামনেও বিক্ষোভ হয়। এরপর কয়েকদিন ভারত সব ধরনের ভিসা কার্যক্রম বন্ধ রাখে। পরে ভিসা সেন্টারগুলো চালু হলেও মূলত ওই সময় থেকেই ভারত জানিয়ে দেয় যে, মেডিক্যাল ভিসা এবং কিছু জরুরি প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য ভিসা তারা আপাতত ইস্যু করবে না। বর্তমানে বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় পর্যটক ভিসা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে মোসাব্বির হত্যা : বিএনপি মহাসচিব

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে হত্যা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার বিকেলে এক বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া জানান তিনি। তিনি বলেন, "ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর পতনের পর দুষ্কৃতিকারীরা আবারও দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিসহ নৈরাজ্যের মাধ্যমে ফায়দা হাসিলের অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীদের নির্মম ও পৈশাচিক হামলায় ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুসাব্বির নিহতের ঘটনা সেই অপতৎপরতারই নির্মম বহিঃপ্রকাশ।„ গতকাল বুধবার রাতে ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই অমানবিক ও নৃশংস ঘটনায় গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে শোক প্রকাশ করেন মি. আলমগীর। "বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই এই ধরনের লোমহর্ষক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে। তাই এসব দুষ্কৃতিকারীকে কঠোর হস্তে দমনের বিকল্প নেই,„ বিবৃতিতে বলেন মি. আলমগীর। গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের মানুষের জানমাল রক্ষায় দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। "নইলে ওঁত পেতে থাকা আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের দোসররা মাথাচাড়া দিয়ে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে মরিয়া হয়ে উঠবে,„ বিবৃতিতে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। অবিলম্বে হত্যাকারী দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ জানাতে ইসিতে সেল

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে একটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। ভোটের পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সমন্বয় সেল চালু থাকবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) মো. রুহুল আমিন মল্লিকের সই করা এ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের যে-কোনো নাগরিক নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন, অনিয়ম এবং অপপ্রচার সংক্রান্ত অভিযোগ বা তথ্য আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের পাঁচটি ফোন নম্বরে জানাতে পারবেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মার্কিন ভিসা বন্ড থেকে অব্যাহতি চাইবে ঢাকা : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত ভিসা বন্ডের শর্ত থেকে অব্যাহতি পেতে বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি

এ কথা বলেন। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস এ খবর প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়। অনেক দেশের ক্ষেত্রেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অভিবাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপব্যবহার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্‌বেগ রয়েছে। এ কারণে যদি কিছু দেশের ওপর তারা বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং তার মধ্যে বাংলাদেশ থাকে, তাহলে সেটা আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে, এটি অবশ্যই দুঃখজনক এবং আমাদের জন্য কষ্টকর। মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, এই অনিয়মিত অভিবাসন সমস্যা পলিসি রিলেটেড এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান। অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, সরকার শুরু থেকেই অনিয়মিত অভিবাসনের বিরোধিতা করে আসছে এবং এ ধরনের অভিবাসন বন্ধ করাই একমাত্র টেকসই সমাধান। তিনি বলেন, ভূ-মধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষের মৃত্যু বা উদ্ধার হওয়ার খবর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তারা ভিকটিম, তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তবে, একইসঙ্গে আইনও লঙ্ঘিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ভ্রমণবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৩৮টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আবেদন করার সময় সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ভিসা বন্ড (জামানত) জমা দিতে হবে। গত বছরের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ছয়টি দেশকে ভিসা বন্ড তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে, পরে আরো সাতটি দেশ যোগ করে। মঙ্গলবার বাংলাদেশসহ আরো ২৫টি দেশ তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, নতুনভাবে যুক্ত হওয়া দেশগুলোর জন্য বন্ডের শর্ত আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। তবে, কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ঢাবিতে শেখ মুজিব হলের নাম বদলে ওসমান হাদীর নাম দেওয়ার সুপারিশ করবে সিন্ডিকেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে, `শহিদ ওসমান হাদী হল, নামকরণের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে সিন্ডিকেট বৈঠকে। একইসঙ্গে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের' নাম পাল্টিয়ে `বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম হল, নামকরণের সুপারিশ করবে সিন্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়টির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম সিনেটের কাছে এই সুপারিশ পাঠাবে সিন্ডিকেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, "এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট। সিন্ডিকেটের প্রস্তাব সেখানে পাঠানোর সুপারিশ আজকের বৈঠকে এসেছে।„ দুটি হলসহ ক্যাম্পাসের পাঁচটি স্থাপনা থেকে শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের নাম সরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সুপারিশ করেছে বলে জানান তিনি। এছাড়া `শহিদ অ্যাথলেট সুলতানা কামাল হোস্টেল,-এর নাম পরিবর্তন করে 'বীর প্রতীক তারামন বিবি'র নামে করতে সুপারিশ করা হয়েছে। একইসাথে আরো দুটি স্টাফ কোয়ার্টার, `রাসেল টাওয়ার, ও `বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের, নাম বদলানোর সুপারিশও করার সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বৈঠকে। বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত চলা সিন্ডিকেটের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

২৯৫টি ঔষধ `অত্যাবশ্যকীয়' তালিকায়, দাম নির্ধারণ করে দেবে সরকার

নতুন করে ১৩৫টি ঔষধকে `অত্যাবশ্যকীয়' তালিকায় যুক্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর ফলে, এখন এই তালিকায় ঔষধের সংখ্যা হলো ২৯৫টি। এই `অত্যাবশ্যকীয়, ঔষধ বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট দাম বেধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে বিকেলে ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী মো. সায়েদুর রহমান। মানুষের চিকিৎসা ও ঔষধ প্রাপ্যতার জন্য বিক্রেতাদের সরকারের বেধে দেওয়া দামে বিক্রি করতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এর জন্য সময় দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

মোসাব্বিরকে হত্যার ঘটনায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা

ঢাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আজিজুর রহমান মোসাব্বিরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে তেজগাঁও থানায় মামলা করেছেন তার স্ত্রী সুরাইয়া বেগম। বৃহস্পতিবার সকালে মামলাটি দায়ের করা হয়। পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের এডিসি ফজলুল করিম বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মি. করিম বলেন, "অজ্ঞাতনামা চার-পাঁচজনকে আসামি করে তার স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।„ এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। গুলিবিদ্ধ অপর ব্যক্তি আবু সুফিয়ান মাসুদ এখনো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানান মি. করিম। নিহত মি. মোসাব্বির ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন এক সময়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়ে কারাগারে গেছেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশে কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না, দাবি সিইসি'র

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, দেশে কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না এবং রাজপথে নামারও দরকার হবে না। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনে আপিল দায়ের কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে নির্বাচন কমিশন। রিটার্নিং কর্মকর্তা কোনো মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করলে, উভয় ক্ষেত্রেই সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা ইনসাফে বিশ্বাসী। আমরা ইনসাফ করব। শুনানি শেষে আপনারা দেখবেন, আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার করা হয়েছে। আইন সবার জন্য সমান এবং সবাই তা মানতে বাধ্য।„ সিইসি আরো বলেন, অতীতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন সহিংসতা ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটত, কিন্তু এবার অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনো সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি, এটি একটি ভালো দিক। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

'হাইব্রিড নো ভোটের' মানে কী?

বাংলাদেশের আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এবারও 'না' ভোটের বিধান চালু করেছিল নির্বাচন কমিশন। তবে নির্বাচনি আইনে পরিবর্তন এনে 'না' ভোট চালু করা হলেও, এবারের সংসদ নির্বাচনে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে না। এবার নির্বাচন কমিশন যে প্রক্রিয়ায় 'না' ভোট চালু করেছে, সেটিকে বলা হচ্ছে 'হাইব্রিড নো ভোট'। অর্থাৎ, জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে যে-সব আসনে একজন মাত্র প্রার্থী থাকবেন, শুধু সেখানেই ব্যালট পেপারে 'না ভোট' থাকবে। আর যে-সব আসনে একাধিক প্রার্থী নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবে, সে সব আসনের ব্যালট পেপারে 'না' ভোট থাকবে না। যে কারণে `না, ভোটের এই পদ্ধতিকে `হাইব্রিড না ভোট, বলা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানের মাছউদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "আমরা মূলত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া ঠেকাতেই এই পদ্ধতি চালু করেছি।„

বাংলাদেশে এর আগে, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে `না, ভোটের বিধান চালু হয়েছিল প্রথমবারের মতো। পরের বছর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সেই 'না' ভোটের বিধান নির্বাচন থেকে বাদ দিয়ে দেয়। যে কারণে বিএনপি-জামায়াত জোটের অংশগ্রহণ ছাড়া ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ১৫৩ আসনে আওয়ামী লীগে জোটের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পায়। নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০৯ সালে 'না' ভোটের বিধান যদি বাতিল না করতো, তাহলে ২০১৪ সালের নির্বাচন 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার' ভোট হতো না। ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার কমিশন 'না' ভোট বিধান চালুর প্রস্তাব দেয় সরকারের কাছে। তবে, এ এম এম নাসির উদ্দিনের নির্বাচন কমিশন 'না' ভোটের বিধান ফিরিয়ে আনলেও, সেটি সব আসনের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে না এবারের নির্বাচনে। ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এটিএম শামছুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনে।

ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা চালু, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ না আরপিওতে ব্যাপক পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনসহ বেশ কিছু পরিবর্তন আনে। সে সময় আরপিওতে নতুন করে যুক্ত করা হয়- 'না' ভোটের নিধান। এর ফলে, ওই বছর বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সবগুলো আসনের ব্যালটেই 'না' ভোট যুক্ত হয়। এই বিধান চালুর কারণে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী পছন্দ না হলে একজন ভোটার ব্যালট পেপারে 'উপরের কাহাকেও নহে' লেখা একটা ঘরে সিল দিতে পারতেন। আরপিও সংশোধন করে 'না' ভোটের বিধান চালু করে তখন যে আইন করেছিল, সেই আইন অনুযায়ী- 'কোনো আসনে 'না' ভোটের সংখ্যা বাক্সে পড়া মোট ভোটের অর্ধেক বা তার বেশি হলে নতুন ভোট আয়োজন করতে হবে'। তখনকার নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা ছিলেন জেসমিন টুলী। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "সেই সময় 'না' ভোট চালু করার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। যদি কোনো আসনে 'না' ভোট জয় পেতো, তাহলে নিয়ম ছিল ওই আসনে পুনর্নির্বাচনের আয়োজন করা।„ এর পেছনের দুটি কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলছিলেন, "যদি কোনো আসনে কোনো রাজনৈতিক দল যোগ্য, সৎ বা ভালো প্রার্থী না দেয়, তাহলে সেখানকার ভোটাররা বিকল্প হিসেবে 'না' ভোট দিতে পারতেন। এতে রাজনৈতিক দলগুলোও চেষ্টা করতো সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দেওয়ার।„ "দ্বিতীয়ত, এর পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বেশি সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতি। অনেক সময় ভোটাররা পছন্দের প্রার্থী না দেখলে ভোটকেন্দ্রে যেতে চান না। সেদিক বিবেচনায় 'না' ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে তখন অনেক ভোটার 'না' ভোট দেওয়ার জন্য হলেও, ভোটকেন্দ্রে যেতেন„ যোগ করেন তিনি। ২০০৮ সালে নবম সংসদের ওই নির্বাচনে প্রায় সাত কোটি ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৩০০ আসনে 'না' ভোট দিয়েছিলেন ৩ লাখ ৮১ হাজার ৯২৪ জন। সবচেয়ে বেশি ৩২ হাজার 'না' ভোট পড়েছিল রাঙামাটি আসনে। তবে কোনো আসনেই মোট অর্ধেকের বেশি কিংবা কোনো প্রার্থীর চেয়ে 'না' ভোট বেশি পড়েনি। যে কারণে কোনো আসনেই পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি।

নির্বাচন বিশ্লেষক আব্দুল আলীম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "তখন 'না' ভোট চালুর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ভোটারের মৌলিক অধিকারের বিষয়টি। যেন তিনি তার পছন্দের প্রার্থী না পেলে কাউকেই সমর্থন না করে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতো।"

'না' ভোট বাদ ও দশম সংসদের অভিজ্ঞতা

২০০৮ সালের নবম সংসদের ওই নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট। পরে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও সংশোধন করা হয়। আরপিও সংশোধনের ফলে বাতিল হয়ে যায় 'না' ভোটের বিধান। এর দুই বছরের মাথায়, ২০১১ সালে আদালতের রায়ের পর জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানও বাতিল করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক না থাকায় নির্বাচন বয়কট করে বিএনপি-জামায়াত জোটসহ সে সময়ের নিবন্ধিত বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। একই সাথে তারা নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণাও দেয়। এমন পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালে দশম সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন। বিএনপি জামায়াত জোটের অংশগ্রহণ ছাড়া ওই নির্বাচনে ভোটের আগেই ১৫৩ আসনে আওয়ামী লীগ জোটের প্রার্থীরা বিনাভোটে এমপি হয়ে যায়। ক্ষমতাও নিশ্চিত হয়ে যায়, যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনাও হয়। নির্বাচন বিশ্লেষক জেসমিন টুলী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "আরপিও সংশোধন করে 'না' ভোট যদি বা না দেওয়া হতো, তাহলে ২০১৪ সালের নির্বাচন এতটা বিতর্কিত হতো না। তখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পাওয়ার সুযোগও থাকতো না।" নির্বাচন বিশ্লেষকরা বলছিলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় গণভোটের বিধান রয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও এটি চালু করা হয়েছিল। কিন্তু এর সুফল ভোগ করার আগেই তা বাতিল হয়ে যায়। বিশ্লেষক আব্দুল আলীম মনে করেন, `না, ভোট চালু করে ভোটারদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। যার ফলে একদিকে ভোটারদের যেমন অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, তেমনি নির্বাচন ব্যবস্থাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিলো।

এবার কেন 'হাইব্রিড নো ভোট'?

২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন `না, ভোটের বিধান চালু করতে সুপারিশ করে। তখন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ছিল, দেশের সবগুলো আসনে যতজন প্রার্থীই থাকুক, এর পাশাপাশি 'না' ভোটও ব্যালট পেপারে থাকবে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য আব্দুল আলীম বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "আমরা সংস্কার কমিশন থেকে প্রস্তাব করেছিলাম 'না' ভোটকে ইউনিভার্সাল করা। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ভোটারের অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখা।" সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পর নির্বাচন কমিশন গত বছর আরপিওতে বেশ কিছু সংশোধন আনে। এতে আবার যুক্ত করা হয় 'না' ভোটের বিধান। তবে এবার এই 'না' ভোট ফিরেছে একটু অন্যরকমভাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আসনে একজন প্রার্থী থাকে, তাকে বিনা ভোটে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে না। কোনো আসনে যদি একজন মাত্র প্রার্থী হন, তাহলে তাকেও নির্বাচনে যেতে হবে। সংস্কার কমিশনের আরেক সদস্য নির্বাচন বিশ্লেষক জেসমিন টুলী বলছিলেন, "এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'হাইব্রিড নো ভোট'। এটা ইউনিভার্সাল বা সার্বজনীন পদ্ধতি না।" এর অবশ্য আরেকটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মি. আলীম। তিনি বলছিলেন, "এবার যে 'না' ভোট চালু হয়েছে, এটি কিন্তু মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করে না। বিশ্বে এমন 'হাইব্রিড নো ভোট' নেই। কারণ কোনো ভোটারের একজন প্রার্থীও পছন্দ নাও হতে পারে, তখন সে কী করবে?"

গত ১১ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর সবগুলো আসনেই মনোনয়ন দাখিল করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। মনোনয়ন যাচাই-বাছাইও শেষ হয়েছে। মনোনয়ন বাছাইয়ের পরও সারা দেশে ১৮০০-এর বেশি প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হয়েছে। কোনো আসনেই একক প্রার্থী নেই। গড়ে প্রতি আসনে ছয়জন করে প্রার্থী রয়েছে। এই 'হাইব্রিড নো ভোট' চালুর কারণে কোনো আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী জয়ের সম্ভাবনা নাই। ফলে এবারের ভোটে 'না' ভোট রাখতে হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশন কেন 'ইউনিভার্সাল নো ভোট' চালু না করে হাইব্রিড পদ্ধতিকে বেছে নিল- এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো তেমন হয়নি। ভবিষ্যতে যদি তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন আমরা ইউনিভার্সাল 'নো' ভোট চালু করতে পারি। আপতত 'হাইব্রিড নো ভোট' বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় ঠেকাতে পারবে।" ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে ৩৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নিলেও, মাত্র ছয়টি দল না মোট 'না' ভোটের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল। বাকি ৩২ দলের ভোট ছিল 'না' ভোটের চেয়ে কম। এবারের সংসদ নির্বাচনে ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোটে অংশ নিতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে 'না' ভোটের বিধান থাকলে ভোটার উপস্থিতি বাড়তো বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

পাঁচটি ছাত্র সংসদ নির্বাচনেই শীর্ষ পদে শিবির প্রার্থীদের জয়ের কারণ কী?

ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও শীর্ষ নেতৃত্বসহ বেশিরভাগ পদে জয়ী হয়েছেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। বিশ্লেষকরা বলছেন, শিবির সমর্থিত প্যানেলের জয়ের পেছনে একটি বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে লম্বা সময় ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার অনুপস্থিতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামো দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকায় নানা ধরনের নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের। ফলে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সমর্থিত প্যানেলগুলোর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, ছাত্র-শিবির দীর্ঘদিন ধরে 'ছদ্মবেশে' রাজনীতি করায়, তাদের প্রতি সরাসরি এমন কোনো অভিযোগ ওঠেনি। ফলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তার সুফল দেখা গেছে বলেও মনে করছেন অনেকে।

পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিবির সমর্থিত প্যানেলের জয়

গত ৬ জানুয়ারি প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন, সংক্ষেপে যাকে ডাকা হচ্ছে জকসু নির্বাচন। ভোট গণনা শেষে ২১টি পদের মধ্যে ভিপি, জিএস ও এজিএসসহ ১৬টি পদেই জয়ী হন ছাত্র-শিবির সমর্থিত 'অদম্য জবিয়ান ঐক্য'। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৬৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। এর আগে, গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রায় ১৪ মাস পর গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আর তারপর একে একে জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি-জিএস-এজিএসসহ শীর্ষ তিনটি পদের বেশিরভাগ পেয়েছেন ছাত্র-শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। ব্যতিক্রম ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এজিএস এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএস পদ। জাকসু ভিপি পদে জয়ী হন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের আবদুর রশিদ জিতু, যিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক, চাকসু এজিএস পদে ছাত্রদলের প্যানেলের প্রার্থী আইয়ুবুর রহমান এবং রাকসু স্বতন্ত্র প্যানেল আধিপত্য বিরোধী ঐক্যের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার। তবে, জুলাই আন্দোলনের সাবেক কয়েকজন সমন্বয়কের নেতৃত্বে রাকসু নির্বাচনের সময় গঠিত আধিপত্য বিরোধী ঐক্য প্যানেলকে ছাত্র-শিবিরের 'বি টিম' হিসেবে দাবি করে সমালোচনাও ছিল।

গুপ্ত রাজনীতি ও শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো

পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র-শিবিরের জয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টর কাজ করেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ভিন্নমত দমনের কারণে রাজনৈতিক দলগুলোকে নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। এক সময় ভেঙে পড়েছে এগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোও। কিন্তু ছাত্র-শিবিরের নেতা-কর্মীরা নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের অংশ হয়ে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় ছিলেন এবং গোপনে নিজেদের সাংগঠনিক কার্যক্রমও চালিয়ে গেছেন। "বিগত দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্যাম্পাসগুলো থেকে যখন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল, শিবির সেই সময়টাতে ছদ্মবেশে, ছাত্রলীগের পরিচয়ে তার সাংগঠনিক তৎপরতা বিস্তৃত করেছে, যেটা অন্য সংগঠনগুলো পারেনি„ বলছিলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস। ফলে, গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে অন্য বড় সংগঠনগুলোকে ঘুরে দাঁড়াতে যেখানে সময় লেগেছে, সেখানে দেখা দেওয়া শূন্যতাকে পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে পেরেছে ছাত্র-শিবির।

২০২৫ সালের ছয় বছর আগে ২০১৯ সালে আয়োজিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন। তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে সেবারের নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, সবাইকে তাক লাগিয়ে তাতে জয়ী হন নুরুল হক নুর। বর্তমানে গণঅধিকার পরিষদ নামের একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সভাপতি তিনি। মি. নুরের মতে, দমন-পীড়নের কারণে অন্য বড় ছাত্র সংগঠনগুলো কাজ করতে না পারলেও, ছাত্র-শিবির ছাত্রলীগের মধ্যে থাকার কারণে ক্যাম্পাসে তাদের 'ভিজিবিলিটি' বা দৃশ্যমানতা এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল। এছাড়াও, পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র-শিবিরের জয়ের পেছনে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করেন তিনি। "এই ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ছাত্র-শিবির এবং তাদের মাদার সংগঠন জামায়াতে ইসলামীও তাদের রাজনৈতিক টার্নিংয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে নিয়েছে। যে কারণে এখানে তাদের মাদার সংগঠন জামায়াত একবারে প্ল্যান-পরিকল্পনা করে তাদের সহযোগিতা করেছে, যেন তারা জয়লাভ করতে পারে।„ বিশেষ করে জামায়াত-শিবিরের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার 'প্রলোভন বা অফার' দিয়ে এবং নির্বাচনের সময়ও দেওয়া সহায়তা শিক্ষার্থীদের সমর্থন পেতে সাহায্য করেছে করেছে বলে মনে করেন তিনি।

জুলাই অভ্যুত্থানের ইতিবাচক ভাবমূর্তি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিবিরের জয়ের পেছনে গণ-অভ্যুত্থানের একটি ভূমিকা আছে বলেও মনে করছেন অনেকে। বিশেষ করে সকল শ্রেণি, পেশা ও বয়সের অংশগ্রহণে জুলাই আন্দোলন হলেও, আওয়ামী লীগের পতনের পর সেই সাফল্যের অনেকটাই জামায়াত-শিবির নিজেদের দিকে নিতে পেরেছে। একইসাথে আন্দোলনের অনেককে নিয়ে নানা ধরনের অভিযোগ উঠলেও, তারা নিজেদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পেরেছে, যা এসব নির্বাচনে জয়ের পেছনে একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করা হয়। এছাড়া, অতীতে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি বা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার নজির রয়েছে। ফলে বর্তমানে আদর্শবাদী রাজনীতির জায়গায় কার্যকরী রাজনীতির দিকেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে বলে মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মারুফুল ইসলামের। "যে নেতৃত্ব ক্যাম্পাসে কার্যকরী উপযোগিতা উৎপাদন করতে পারছে, অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে যে নেতৃত্ব নিজেদের প্রয়োজনীয়তাটা প্রমাণ করতে পারছে, তাদের পক্ষে ভোট যাওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়ছে„ বলেন তিনি। আর সে কারণেই শিবিরের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা নেই দাবি করলেও তাদের সমর্থিত প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। অবশ্য জয়ের কারণ হিসেবে নতুন রাজনীতির কথা বলেছেন খোদ ইসলামী ছাত্র-শিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দামও। বিবিসি বাংলাকে তিনি জানান, জুলাই পরবর্তী কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছে সংগঠনটি, যেখানে মূল লক্ষ্যই ছিল শিক্ষার্থীরা কী চায়, সেদিক নজর দেওয়া এবং সবাইকে নিয়ে কাজ করা। "আমার কাছে মনে হচ্ছে পুরাতন গৎ বাঁধা যে রাজনীতির সিস্টেম এবং দলীয় রাজনীতির এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ক্যাম্পাসে ভূমিকা পালনের যে প্রবণতা ছাত্রলীগ বা পূর্ববর্তী সময়ে ছিল, এগুলো থেকে বেরিয়ে আমরা দীর্ঘ সময় ধরেই চেষ্টা করছি ছাত্রবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য।„ স্বাস্থ্য বিষয়ক, শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং, উদ্যোক্তা, অলিম্পিয়াড বা নানা ধরনের কর্মসূচি আয়োজনের কথা জানান মি. সাদ্দাম।

এছাড়াও তরুণ প্রজন্মের মনস্তাত্ত্বিক একটি পরিবর্তন হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকদের অনেকে। তারা বলছেন, বিশ্বজুড়ে ডানপন্থার যে উত্থান হচ্ছে, তারই ধারাবাহিকতায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি তরুণদের আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। "এখনকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে তো আমরা জানি ডানপন্থিদের একটা প্রভাব আছে। আর ওই প্রভাবটাকে কাজে লাগিয়ে- যতই তারা বলুক, আমরা লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি করি না, কিন্তু সেই প্রভাব খাটিয়ে তারা বিভিন্ন হলে বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের যে ডিমান্ডগুলো ওয়েলফেয়ার পলিটিক্সের মাধ্যমে যা যা দরকার, পানির ফিল্টার থেকে আরও যে ফ্যাসিলিটি দরকার, তার জন্য তারা অনেকদিন ধরেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে লবিং করছে, ছাত্রদের হয়ে কথা বলছে„ বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সামিয়া জামান। এরকম নানা মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে পৌঁছাতে পারা শিবিরের জয়ের পেছনে একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে বলে মনে করেন তিনি। এছাড়া নির্বাচনি প্রচারণাকে কেন্দ্র করে একটি বক্তব্য বারবার সামনে এসেছে। আর তা হলো আওয়ামী লীগ, বিএনপিকে দেখা হয়েছে- এবার জামায়াতকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্লেষকরা বলছেন, শিবির নিজেই এই প্রচারণাটা ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে। "তরুণ শিক্ষার্থী, যারা শিবিরের লিগেসির সাথে পরিচিত নন, তারা হয়ত এই প্রচারণায় আস্থা রেখেছেন„ বলেন অধ্যাপক ফেরদৌস।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) সঙ্গে বৈঠকের পর এলপিজি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সেলিম খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এর আগে, বুধবার সন্ধ্যায় ব্যবসায়ী সমিতি সারা দেশের পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতাদের এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ও বিক্রি বন্ধের নোটিশ জারি করে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল ব্যবসায়ীরা। পরে দুপুরে বিইআরসির সাথে ওই বৈঠক হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

'টাকা দিয়েও গ্যাস পাচ্ছি না', সিলিন্ডার গ্যাস সংকটে দিনভর ভোগান্তি

দেশজুড়ে গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই বাড়তি ভোগান্তির কারণ হয়- বিক্রির ক্ষেত্রে কমিশন বৃদ্ধি, বিইআরসির একতরফা দাম ঘোষণা বন্ধ করাসহ ছয় দফা দাবিতে এলপিজি ব্যবসায়ীদের ডাকা ধর্মঘট। এমন প্রেক্ষাপটে জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন বা বিইআরসি'র সঙ্গে বৈঠকের পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন এলপিজি ব্যবসায়ীরা। তবে, এলপিজি সংকটে সপ্তাহজুড়ে চলা গ্রাহক ভোগান্তি বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীদের ধর্মঘটের কারণে চরমে পৌঁছায়। আগে থেকে প্রস্তুতি না থাকায় রান্না বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক বাসায়। সিলিন্ডার গ্যাস না পেয়ে বৈদ্যুতিক চুলা অথবা কাঠের চুলায় রান্নার কাজ সারতে দেখা গেছে অনেক পরিবারকে। সরেজমিন রাজধানীর উলন এলাকায় খালি সিলিন্ডার নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরতে দেখা যায় ব্যবসায়ী মাসুদুল হাসানকে। বাসার গলিতে কিংবা আশপাশের এলাকায় অন্তত পাঁচজন খুচরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেও এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করতে পারেননি তিনি। মি. হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গত সপ্তাহে গ্যাস কিনেছি

আড়াই হাজার টাকায়, এখন তো টাকা দিয়েও গ্যাস পাচ্ছি না। এদিকে কোথাও সিলিন্ডার নাই।„ একই অবস্থা ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা রিয়া আক্তারের। আট জনের পরিবারে রান্নার জন্য এলপিজি সিলিন্ডারই বড় ভরসা তার। সরেজমিন মিজ আক্তারের বাসায় গিয়ে দেখা যায়, গ্যাসের সংকট থাকায় বাচ্চাদের খাবার আগে তৈরি করছেন তিনি। রিয়া আক্তার জানান, গেল সপ্তাহজুড়েই গ্যাসের তীব্র সংকট থাকায় ভোগান্তিতে দিন কাটছে। "ফ্ল্যাট বাসায় লাইন গ্যাস নাই, সিলিন্ডার গ্যাসই ভরসা। সিলিন্ডারে গ্যাস প্রায় শেষ, তাই বাচ্চাদের খাবার আগে তৈরি করছি, কখন শেষ হয়ে যায়,„ বলেন তিনি।

সিলিন্ডার গ্যাসের সংকট প্রভাব ফেলেছে অলিগলির রেস্তোরাঁ কিংবা চায়ের দোকানেও। গ্যাস না থাকায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রেস্তোরাঁ বন্ধ রেখেছেন রামপুরা ডিআইটি রোডের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হাবিব। তিনি বলছেন, এক সপ্তাহ জুড়েই গ্যাস নিয়ে সংকটে আছেন তিনি। সিলিন্ডারের আকার ভেদে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকার পর্যন্ত সিলিন্ডার কিনেছেন তিনি। "চারদিন আগে ছোট সিলিন্ডার কিনছি দুই হাজার টাকায়, বড়টা কিনছি সাড়ে তিন হাজারে, গতকাল গ্যাসের দোকানে খোঁজ নিছি বড়টার দাম কয় পাঁচ হাজার টাকা। আজকে আর ফোনই রিসিভ করে না,„ বলেন মি. হাবিব। রাজধানীর রামপুরা, মগবাজার, কুড়িলসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় সরেজমিনে দেখা গেছে, সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ দোকানই বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েকজন ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হননি। রামপুরা এলাকায় মেসার্স রোজি এন্টার প্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বিবিসি বাংলাকে জানান, "কোম্পানি থেকে সাপ্লাই নাই, তাই আমরা গ্যাস দিতে পারছি না, এর বাইরে আমার কিছু জানা নাই।„ গ্যাস সিলিন্ডার সংকটের কারণে দোকান বন্ধ রেখেছেন খুচরা ব্যবসায়ীরাও। তারা বলছেন, ধর্মঘটের কারণে বড় ব্যবসায়ী কিংবা ডিলারদের কাছ থেকে কোনো সরবরাহ পাচ্ছেন না তারা। মগবাজার এলাকার ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শওকত বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গত কয়দিন চাহিদা কুড়িটা থাকলে সিলিন্ডার দেয় দুইটা, পাঁচটা। আজকে তো পুরাই বন্ধ করে দিছে ডিলাররা। অনেকেই ফোন দিচ্ছেন কিন্তু দিতে পারছি না, তাই দোকান বন্ধ করে রাখছি।„ এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে সাধারণ মানুষের তীব্র ভোগান্তির মধ্যেই বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দেয় এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি।

গত বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে ধর্মঘটের ঘোষণা দেন এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি। কমিশন বৃদ্ধি, বিইআরসির একতরফা দাম ঘোষণা বন্ধ করাসহ ছয় দফা দাবিতে এই ধর্মঘটের ঘোষণা দেয় তারা। বৃহস্পতিবার দিনভর ভোগান্তির পর ব্যবসায়ী, রিটেইলারসহ সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে দেশের জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসি। বৈঠকের পর ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন ব্যবসায়ীরা। এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি সেলিম খান বিবিসি বাংলাকে জানান, "বিইআরসি আমাদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।„ তবে এলপি গ্যাসের সংকটের মধ্যেই পরিবেশকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে বিইআরসি গ্যাসের যে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে, সেটি ঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মি. খান বলেন, "বিইআরসি মাসে একবার মূল্য ঘোষণা করলেও কোম্পানিগুলো একাধিকবার মূল্য সমন্বয় করে, যার পুরো দায় পরিবেশকদের বহন করতে হয়। এসব সমস্যা সমাধানে আশ্বাস পেয়েই আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।„

এদিকে, এলপি গ্যাস নিয়ে চলমান সংকট নিরসনে সরকার, আমদানিকারক এবং ব্যবসায়ীসহ সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ। বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি জানান, "সরকারের কাছে আমদানির ঊর্ধ্বসীমা শিথিল করার জন্যও বলা হয়েছে। বিকল্প উৎস থেকে দ্রুত যেন আমদানি করা যায়, সে বিষয়ে মালিকপক্ষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।„

ঘাটতি নেই, কারসাজি হয়েছে

সিলিন্ডার গ্যাসের সরবরাহ এবং এই খাতের সংকট নিরসনে এলপিজি ব্যবসায় জড়িতদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছে সরকার। গ্যাস ব্যবসায়ীদের চলমান ধর্মঘট এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের যে ঘোষণা তারা দিয়েছে, এমন প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার বিকেলে আবারও এই খাতের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন। এর আগে, মঙ্গলবার সকালে সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের পর, গ্যাসের দাম নিয়ে জ্বালানি সচিব এবং বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন বা বিইআরসি এর চেয়ারম্যানের সঙ্গেও বৈঠক করেছিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। সেদিন গণমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছিলেন, ব্যক্তি খাতের কারসাজির কারণেই বাসাবাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহৃত সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জানান, "এলপিজি যারা আমদানি করে তারা আশা করছিল যে, এলপিজির দাম বাড়বে, বিইআরসি ৫৩ টাকা না কত টাকা বাড়িয়েছে। তো, এইটার অনেকে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে।„ তিনি বলেন, আমদানি গত মাসের তুলনায় এ মাসে বেশি, সুতরাং এ ধরনের ঘাটতি হওয়ার কথা না। কারসাজির মাধ্যমেই অস্বাভাবিকভাবে দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। উপদেষ্টার এই ঘোষণার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বাড়তি দাম নেওয়ায় বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে

জরিমানাও করে প্রশাসন। এ নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। গত ৪ জানুয়ারি ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের কেজিতে ৪ টাকা ৪২ পয়সা বাড়িয়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৩০৬ টাকা নির্ধারণ করে বিইআরসি। যদিও এর আগে, থেকেই খুচরা বাজারে সরকার নির্ধারিত দামে সিলিন্ডার গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন সাধারণ ভোক্তারা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট বিএনপি প্রার্থীর, বললেন 'জীবনের হুমকি আছে'

জীবনের হুমকি থাকায় বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরেন গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এসএম জিলানী। এক মতবিনিময় সভায় `জীবনের হুমকি আছে, উল্লেখ করে গায়ের পাঞ্জাবি খুলে কর্মী-সমর্থকদের দেখালেন সেই বুলেট প্রুফ জ্যাকেট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে তার এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। মি. জিলানী জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি। বিবিসি বাংলাকে এই ভিডিওটি যে তারই, সেটি নিশ্চিত করেছেন মি. জিলানী। "নিজের সেইফটির জন্যই পরতে হচ্ছে, ঘরে বসে থাকতে তো পারি না,„ বলেন মি. জিলানী। তিনি বিবিসি বাংলাকে এ-ও বলেন, "নানান ধরনের হুমকি-ধামকি পাচ্ছি। প্রশাসন থেকেও বলে অ্যালার্ট থাকবেন। নানানভাবে নানান দিক থেকে আসে যে, লাইফ রিস্ক আছে, যার কারণে নিজের সেইফটির জন্য..।„ মি. জিলানী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, "আমি পার্লামেন্ট ইলেকশন করছি, এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। সেক্ষেত্রে এরকম হুমকি আসবে, জীবনের রিস্ক কেন? আমি তো রাজনীতি করি মানুষের জন্য।„ নির্বাচনি সব মতবিনিময় সভায়ই তিনি এমন বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে যান বলে জানান বিবিসি বাংলাকে। কারা হুমকি দিচ্ছে, এমন প্রশ্নে মি. জিলানী প্রশাসনের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমাকে প্রশাসনও বলছে যে, আপনি অ্যালার্ট থাকবেন।„ মি. জিলানী গোপালগঞ্জের যে আসন থেকে নির্বাচন করছেন, সেই আসনটিতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও নির্বাচনি আসন। এর আগে, ২০০৮ এবং ২০১৮ সালে একই আসন থেকে শেখ হাসিনার বিপরীতে নির্বাচন করেছিলেন বলে জানান মি. জিলানী। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ রিহাব)

ভারতীয়দের ভিসা দেওয়া 'সীমিত' করল বাংলাদেশ, কী বলছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা?

দিল্লি দূতাবাস ও আগরতলা সহকারী হাইকমিশনার কার্যালয়ে ভিসা কার্যক্রম বন্ধের পর এবার কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসগুলো থেকেও ভারতীয় নাগরিকদেরকে পর্যটক ভিসা দেওয়া 'সীমিত' করা হয়েছে। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা না হলেও, বুধবার থেকে যে ওই তিন উপ-দূতাবাস থেকে পর্যটক ভিসা দেওয়া 'সীমিত' করা হয়েছে, বিবিসি বাংলাকে সেটি নিশ্চিত করেছেন কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের একাধিক কর্মকর্তা। এমন একটি সময় এই খবর প্রকাশ্যে আসলো, যখন বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের মোদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্কের টানাপড়েন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মধ্যে, সম্প্রতি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্কের এই টানাপড়েন নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইতোমধ্যেই আইপিএলের সকল খেলা ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়। সেইসঙ্গে, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলকে ভারতে পাঠানো হবে না বলেও জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) । সেই ধারাবাহিকতাতেই কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাস থেকে ভারতের নাগরিকদের পর্যটক ভিসা দেওয়া 'সীমিত' করা হলো কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে দেখা যাচ্ছে। আবার বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখেও ভারতীয়দের জন্য ভ্রমণ ভিসা স্থগিত বা সীমিত করা হচ্ছে কি না, সেটি নিয়েও আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন, ভারতীয়দের জন্য ভ্রমণ ভিসা স্থগিত বা সীমিত করার বিষয়ে সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত দেননি তিনি। তবে ভারতের যে-সব মিশনগুলোতে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, সেগুলোতে আপাতত ভিসা প্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

কেবল একটি কেন্দ্রে পর্যটন ভিসা চালু

দিল্লি ও আগরতলার পর কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়েও বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভারতীয় নাগরিকদেরকে পর্যটক ভিসা প্রদান 'সীমিত' করা হয়েছে। এর ফলে এখন শুধুমাত্র গুয়াহাটির অ্যাসিস্ট্যান্ড হাইকমিশনারের দফতর থেকে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণ ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু থাকল। তবে পর্যটক ভিসা দেওয়া 'সীমিত' করা হলেও, বাণিজ্যিক ভিসাসহ অন্যান্য ভিসা দেওয়া চালু থাকছে বলে জানিয়েছেন কলকাতার বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের কর্মকর্তারা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও এবং ভিসা কেন্দ্রের সামনে বিভিন্ন ব্যানারে একাধিকবার বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে। এরপর কয়েকদিন ভারত সব ধরনের ভিসা কার্যক্রম বন্ধ রাখে। পরে ভিসা সেন্টারগুলো চালু হলেও, মূলত ওই সময় থেকেই ভারত জানিয়ে দেয় যে, মেডিক্যাল ভিসা এবং কিছু জরুরি প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য ভিসা তারা আপাতত ইস্যু

করবে না। বর্তমানে বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় পর্যটক ভিসা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসে ভারতীয়দের জন্য বাংলাদেশের ভ্রমণ ভিসা দেওয়া বন্ধ, স্থগিত বা সীমিত করার বিষয়ে তার কাছে সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। "আমার কাছে এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেই,„ বলেন মি. হোসেন। তবে নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকলে আপাতত ভিসা প্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। "আমি যেটা করেছি সেটা হলো যে, আমাদের যে মিশনগুলোতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আমরা আপাতত ভিসা সেকশন বন্ধ রাখতে বলেছি। কারণ এটা নিরাপত্তার প্রশ্ন,„ সাংবাদিকদের বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি দিল্লির কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করে ভারতের 'হিন্দু চরমপন্থিরা'। ওই ঘটনার পর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। কাছাকাছি সময়ে ত্রিপুরার আগরতলায়ও বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সামনে হিন্দুত্ববাদী কিছু সংগঠনের নেতা-কর্মী বিক্ষোভ করেন। অতীতে সেখানে হামলা ও ভাঙচুরের নজিরও আছে। ফলে, বিক্ষোভের এসব ঘটনার পর নিরাপত্তার শঙ্কা থেকে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাস ও আগরতলায়ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের কার্যালয় থেকে ভিসা দেওয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

'আমরা খেলব কিন্তু ভারতের বাইরে'

আইপিএল থেকে ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে ভারতে না পাঠানোর বিষয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও বিসিবি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটিকে সমর্থন করেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। "আমি এটাকে এভাবে দেখি যে, একজন ক্রিকেটার, সে তো একটা সীমিত সময় ওখানে যাবে, খেলবে, তারপরে হোটেলে চলে যাবে। তার নিরাপত্তা যদি দেওয়া সম্ভব না হয়, সে কারণেই তো তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে,„ বলেন মি. হোসেন। "তাহলে আমার এই যে টিম যাবে, শুধু টিম যাবে না, টিমের সমর্থকরাও তো যাবে, খেলা দেখতে যাবে লোক। তাদের নিরাপত্তা প্রশ্ন আছে। আমরা কী করে বিশ্বাস করব যে, তারা নিরাপদ থাকবে?" বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। মি. হোসেন মনে করেন, ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো যেভাবে 'বাংলাদেশবিরোধী কার্যকলাপ এবং কথাবার্তা' বলছে, সেটার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের খেলোয়াড় ও দর্শকদের নিরাপত্তা দেওয়া 'সত্যিকার অর্থেই' ভারতীয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে কঠিন হবে। "সেই হিসাবে যে, আমরা আসলে খেলব কিন্তু ভারতের বাইরে খেলব, যেখানে সমস্যা হবে না," বলেন উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। ভারতে খেলতে না যাওয়ার এই সময়ে বাণিজ্য চালু রাখার বিষয়ে এক প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, "এখানে আমাদের স্বার্থ আছে না যাওয়াতে। কারণ, আমাদের এখানে আমাদের লোকদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত...কাজেই আমরা আমাদের লোকদেরকে পাঠাব না।„ "কিন্তু চাল কেনাতে যদি স্বার্থ থাকে আমাদের, যদি আমরা কম দামে পাই এবং আমাদের কিনতেই হয়, তাহলে ভারত যদি আমাদের চাল রপ্তানি করে আমরা যদি কিনি, ব্যবসায়ীরা করতেছেন, আমি কোনো সমস্যা দেখি না,„ সাংবাদিকদের বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মি. হোসেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০১.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই এমন লোমহর্ষক ঘটনার পুনরাবৃত্তি : মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান ওরফে মুসাব্বির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলেছেন, সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে। বিএনপির মহাসচিব বলেন, দেশে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীলতা তৈরির অপচেষ্টা চলছে, যার নির্মম বহিঃপ্রকাশ এ হত্যাকাণ্ড। এ ধরনের সহিংসতা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে চরমভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়াচ্ছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তেজগাঁওয়ের তেজতুরী বাজারে স্টার কাবাবের পেছনের একটি গলিতে আজিজুর রহমান ওরফে মুসাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার শোক জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব। সেখানে তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর পতনের পর দুষ্কৃতিকারীরা আবার দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিসহ নৈরাজ্যের মাধ্যমে ফায়দা হাসিলের অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। দুষ্কৃতিকারীদের নির্মম ও পৈশাচিক হামলায় ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান মুসাব্বির নিহতের ঘটনা সেই অপতৎপরতারই নির্মম বহিঃপ্রকাশ। বিএনপির মহাসচিব বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতেই এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনার বারবার

পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে। তাই এসব দুষ্কৃতিকারীদের কঠোর হস্তে দমনের বিকল্প নেই। গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের মানুষের জানমাল রক্ষায় দল-মত নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নইলে ওঁত পেতে থাকা আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের দোসররা মাথাচাড়া দিয়ে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। মির্জা ফখরুল বলেন, এ ধরনের সহিংসতা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে চরমভাবে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়াচ্ছে। রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার যে-কোনো অপচেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। শোক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব আজিজুর রহমান মুসাব্বিরকে হত্যাকারী দুষ্কৃতিকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবি জানান। পাশাপাশি তিনি নিহত আজিজুরের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

চীনের ডাম্পিং-বিরোধী তদন্তের প্রভাব পরীক্ষা করবে জাপান : সরকারের শীর্ষ মুখপাত্র

জাপান সরকারের শীর্ষ মুখপাত্র বলেছেন, অ্যান্টি-ডাম্পিং বা বাজার দরের চেয়ে কম দামে জাপান থেকে চিপ-সংশ্লিষ্ট একটি রাসায়নিক আমদানির বিরুদ্ধে চীন যে তদন্ত পরিচালনার পরিকল্পনা করেছে, এর প্রভাব কেমন হতে পারে, টোকিও তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করবে। বুধবার চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, তারা রাসায়নিক ডাইক্লোরোসিলেনের দাম অযৌক্তিকভাবে কম রাখা হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য তদন্ত শুরু করবে। জাপান থেকে আমদানি করা এই রাসায়নিকটি প্রধানত সেমিকন্ডাক্টর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। মঙ্গলবার বেইজিং জাপানে সামরিক ও বেসামরিক উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহারযোগ্য পণ্যের রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার ঘোষণা দেওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো। কিহারা বলেন যে, তিনি চীনের ঘোষণা সম্পর্কে অবগত। তবে জাপান অন্যান্য দেশের সরকারের প্রতিটি তদন্তের ওপর মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে। কিহারা আরও বলেন, "জাপান সরকার চীনা তদন্তের আওতার মধ্যে পড়া কোম্পানিগুলোকে সাহায্য-সমর্থন দেবে।„ তিনি এও বলেন যে, সরকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি চীনের পদক্ষেপের প্রভাব পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৮.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

এলপিজি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড আজ বৃহস্পতিবার সারা দেশে এলপিজি বিপণন ও সরবরাহে ঘোষিত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সংগঠনের সভাপতি মো. সেলিম খান সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। বৈঠকে নেতারা তিনটি দাবি উত্থাপন করেন- সারা দেশে চলমান প্রশাসনিক অভিযান বন্ধ করা, বিতরণকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের চার্জ বৃদ্ধি করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা। জানা গেছে, বৈঠকে বিইআরসি চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ আশ্বস্ত করেছেন যে, চলমান অভিযানের বিষয়ে তারা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন এবং চার্জ বাড়াতে আইনগত পদক্ষেপ নেবেন। জালাল আহমেদ আরও বলেন, এলপিজি অপারেটরদের সংগঠন জানিয়েছে যে, জাহাজ সংকটের মধ্যেও পণ্য আমদানির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহের সংকট কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। তার আগে, বৃহস্পতিবার থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি) সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড। বাংলাদেশ অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-কে নতুন করে এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য সমন্বয় করা, প্রশাসন দিয়ে `পরিবেশকদের হয়রানি ও জরিমানা বন্ধ, করাসহ বেশ কিছু দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ও বিক্রি বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছিল ব্যবসায়ী নেতারা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড আরোপ দুঃখজনক, তবে অস্বাভাবিক নয় : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আবেদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের `ভিসা বন্ড, বা জামানত আরোপের বিষয়টি দুঃখজনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তবে এটা `অস্বাভাবিক, নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তৌহিদ হোসেন বলেন, আমেরিকা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা শুধু বাংলাদেশের বিষয় না। অনেকগুলো দেশের মধ্যে বাংলাদেশও আছে। কোন দেশগুলো আছে- যাদের ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রবলেম আছে। আপনারা আমেরিকানদের কৌশল দেখেছেন, যারা ওখানে ওদের সোশ্যাল সিস্টেম থেকে পয়সা নেয়, তাদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা সর্বাধিক। তিনি বলেন, তাহলে তারা যদি কিছু দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সেটার মধ্যে বাংলাদেশ থাকবে-

এটা আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। অবশ্যই দুঃখজনক, অবশ্যই কষ্টকর আমাদের জন্য। এটা অস্বাভাবিক না। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই পদ্ধতি চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কাজেই দায়-দায়িত্ব যদি আপনি ধরেন পলিসিগতভাবে কারও ওপর থাকে সেটা হলো- পূর্ববর্তী সব সরকারের আছে। সেটাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারিনি, পরিবর্তন করা সম্ভব না। কারণ মানুষের এই নড়াচড়া করার সাধ্য এই সরকারের নেই, কোনো সরকারেই ছিল না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

এলপি গ্যাসে উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি দিয়ে আমদানিতে ১০% ভ্যাট নির্ধারণে চিঠি

উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট-ট্যাক্স অব্যাহতি দিয়ে আমদানি পর্যায়ে এলপি গ্যাসের ভ্যাট ১০ শতাংশ নির্ধারণ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চিঠি দিয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। বাজারে চলমান সংকট নিরসনে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে এ চিঠি পাঠানো হয়েছে। এলপি গ্যাস আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে `ভ্যাট ও ট্যাক্স পুনর্নির্ধারণ, শিরোনামের চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশে এলপি গ্যাসের চাহিদার ৯৮ শতাংশ বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানি করা হয়, যার অধিকাংশ শিল্পখাতসহ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণভাবে শীতকালে বিশ্ববাজারে এবং দেশে এলপি গ্যাসের স্বাভাবিক সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় দাম বাড়ে। তা ছাড়া শীতকালে পাইপলাইনের প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহও অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এলপি গ্যাসের চাহিদা বাড়ে। বর্তমানে এসব কারণে বাজারে এলপি গ্যাসের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ জনজীবনে এর প্রভাব পড়েছে। এতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে এ সংকট নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে এসপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় এলপি গ্যাসকে গ্রিন ফুয়েল বিবেচনায় এর আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট ও ট্যাক্স পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

দুর্নীতির প্রমাণ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা : সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে। সুপ্রিম কোর্টের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা এক অফিস আদেশ বুধবার জারি করা হয়। আদেশে সুপ্রিম কোর্টের অফিসে উপস্থিতি ও প্রস্থান, নির্ধারিত ডেস্কে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পোশাক নীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সততা এবং তদারকির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। `দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সততা, সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে। সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন বা তাদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

ভারতের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের বিলে সম্মতি দিলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার তেল কেনে- এমন দেশগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি বিলে সমর্থন দিয়েছেন। প্রস্তাবিত এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় চীন, ভারত, ব্রাজিলের মতো দেশগুলোর পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা পেতে পারে হোয়াইট হাউজ। এ তথ্য জানিয়েছেন প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসি গ্রাহাম। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের সিনেটর গ্রাহাম বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে একটি `খুবই ফলপ্রসূ, বৈঠকের পর তিনি এই দ্বিদলীয় বিলের অনুমোদন বা `গ্রিনলাইট, দিয়েছেন। ডেমোক্র্যাট সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেনথালের সঙ্গে যৌথভাবে প্রণীত `স্যানকশনিং রাশিয়া অ্যাক্ট, নামে এই বিলটি পাস হলে রাশিয়ার জ্বালানি খাতের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর আমদানির ওপর উচ্চমাত্রার শুল্ক আরোপের এখতিয়ার পাবে হোয়াইট হাউজ। গ্রাহাম এক বিবৃতিতে বলেন, "এই বিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সেই দেশগুলোকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ দেবে, যারা সস্তা রুশ তেল কিনে ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধযন্ত্রকে জ্বালানি জোগাচ্ছে।„ তার কথায়, "চীন, ভারত ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলোর ওপর এই বিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বিপুল চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা দেবে, যাতে তারা রাশিয়ার সস্তা তেল কেনা বন্ধ করে- যে তেল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থ জোগাচ্ছে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ভারতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হওয়ায়, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতীয় সংস্থাগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হবে- এমন আশঙ্কা থেকেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো.

তৌহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, "উপদেষ্টা হিসেবে আসিফ নজরুল যেটা বলেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একজন ক্রিকেটার সীমিত সময়ের জন্য যাবে, খেলবে এবং ফিরে আসবে। যদি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে তাকে পাঠানো সম্ভব নয়। শুধু টিমই নয়, সমর্থকরাও খেলা দেখতে যাবে- তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও রয়েছে। আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব যে, তারা নিরাপদে থাকবে?„ তিনি আরও বলেন, "হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হলো- ভারতীয় সংস্থাগুলোর পক্ষে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন হবে। সেই বিবেচনায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, খেলবো তবে ভারতের বাইরে।„ ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের তিনটি মিশনে ভিসা ইস্যু বন্ধ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যে-সব মিশনে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আপাতত ভিসা ইস্যু বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তার বিষয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

সরকারের ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার পথ বন্ধ করতেই গণভোট : আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, ভবিষ্যতে যারা এই দেশ পরিচালনা করবেন, তারা যেন আর কখনোই ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এবারের গণভোট। বৃহস্পতিবার ঢাকায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সম্মেলন কক্ষে `আসন্ন গণভোট এবং এনজিওসমূহের করণীয়, শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান আলোচকের বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. দাউদ মিয়ার সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার এবং সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। দেশে নিবন্ধিত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রায় সাড়ে ৪০০ এনজিওর প্রতিনিধিরা কর্মশালায় অংশ নেন। আসন্ন গণভোটে সরকারের তরফে প্রচার কার্যক্রমের মুখ্য সমন্বয়ক অধ্যাপক আলী রীয়াজ আরও বলেন, যারা দেশ চালান, আমাদের বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ সাংবিধানিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্যই তারা ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠার সুযোগ পান। আসন্ন গণভোটে হ্যাঁ ভোটকে জয়ী করে তাদের এই ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠার পথ বন্ধ করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

৭ দিনে এলো ১১ হাজার কোটি টাকার প্রবাসী আয়

চলতি মাস জানুয়ারির সাতদিনে ৯০ কোটি ৭০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১১ হাজার ৬৫ কোটি টাকার বেশি। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে, দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড ছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে ঈদকে কেন্দ্র করে এসেছিল এ রেমিট্যান্স। এখন পর্যন্ত এটিই দেশের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ডটি ছিল গত বছরের মে মাসে, ২৯৭ কোটি ডলার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

প্রার্থিতা ফেরত পেতে ইসিতে ৪৬৯ আপিল, শুনানি শনিবার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা ফেরত পেতে ও মনোনয়নপত্র বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে মোট ৪৬৯টি আবেদন জমা পড়েছে। বৃহস্পতিবার ইসি থেকে এই তথ্য জানা গেছে। আগামীকাল শুক্রবার আপিলের সময় শেষ হবে। এর পর শনিবার থেকে শুরু হবে শুনানি। প্রতিদিন ৭০টি আবেদনের শুনানি করবে ইসি। এর আগে, আজ সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে আপিল দায়ের কেন্দ্রে অঞ্চলভিত্তিক ১০টি বুথে চতুর্থ দিনের আপিল দায়ের শুরু হয়। জানা যায়, আপিল দায়েরের প্রথম দিন ৪২টি, দ্বিতীয় দিন ১২২, তৃতীয় দিন ১৩১ ও চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার ১৭৪টি আবেদন জমা পড়েছে। ইসিতে দায়ের করা আপিলের শুনানি করা হবে আগামী শনিবার ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

বৈধ প্রার্থীর ৫০১ জনই কোটিপতি, দল হিসেবে শীর্ষে বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়া ১ হাজার ৮৪২ প্রার্থীর মধ্যে ৫০১ জনই কোটিপতি। তারা কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক। বুধবার পর্যন্ত মোট বৈধ প্রার্থীর ২৭ দশমিক ১৯ শতাংশই কোটিপতি। বৈধ হওয়া প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ তথ্য পাওয়া গেছে। হলফনামার তথ্যানুযায়ী, বিএনপিতে রয়েছে সর্বোচ্চ কোটিপতি প্রার্থী। এ তালিকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় নাগরিক পার্টি, জাতীয় পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও রয়েছেন। মোট ১ হাজার ৮৪২ জন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন, যার মধ্যে ৫০১ জনের সম্পদ কোটি টাকার বেশি। বিএনপির কোটিপতি প্রার্থী ২১২ জন, সবচেয়ে বেশি। জামায়াতে ইসলামী থেকে ৬৪ জন কোটিপতি প্রার্থী, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৩৫, জাতীয় পার্টির ৩০, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের ১২, গণঅধিকার পরিষদ, এনসিপি ও এবি পার্টির

পাঁচজন করে এবং বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের চারজন প্রার্থী কোটিপতি। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫৮ জন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ৭১ জন প্রার্থী কোটিপতি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

চলতি মাসেই চালু হবে এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে বন্ধ থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চলতি মাসেই চালু করবে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ভোটার তালিকা ও প্রার্থীর তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট প্রিন্টের কাজ চলমান, ১৮ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হবে এই কাজ। এরপরেই চালু হবে এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

ভোট পর্যবেক্ষণে ২৬ দেশের প্রধান নির্বাচনি কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সংস্থাটি ভোটের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতে ভারত, পাকিস্তান, কানাডাসহ ২৬ দেশ ও সাত আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচনি প্রধানদের পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেখান থেকে মোট ৮৩ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের আতিথেয়তার বিষয়ে ইসি জানিয়েছে, ৮৩ জন বিদেশি পর্যবেক্ষকের থাকা ও খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কমিশন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা তুলে ধরতেই কমিশনের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইসি আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার, পাকিস্তানের (সিইসি) সিকান্দার সুলতান রাজা, নেপালের (সিইসি) রাম প্রসাদ ভাণ্ডারী, ভুটানের (সিইসি) ডিকি পেমা, শ্রীলঙ্কার নির্বাচন কমিশন চেয়ারম্যান আর এম এ এল রত্নায়েকে ও মালদ্বীপের নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জাহিদকে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় সংশোধন অধ্যাদেশ অনুমোদন

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৬ এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ফেসবুক ও গুগল ব্যবহার করে উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্‌বেগ বিবেচনায় এনে ডাটা লোকালাইজেশন সংক্রান্ত বিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন কেবল ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে দেশে ডাটা সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক থাকবে। ব্যক্তিগত উপাত্তের ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা আনা হয়েছে এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের পরিবর্তে অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এতে দেশে-বিদেশি বিনিয়োগ ও ক্লাউডভিত্তিক সেবায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০১.২০২৬ আসাদ)

BBC

US IMMIGRATION AGENT FATALLY SHOOTS WOMAN IN MINNEAPOLIS

A US immigration agent has shot dead a 37-year-old woman in the city of Minneapolis, sparking protests overnight. Federal officials said the woman, Renee Nicole Good, had tried to run over immigration agents with her car but the city mayor said the agent who shot her had acted recklessly. Hundreds of ICE agents have been deployed to Minneapolis, in the state of Minnesota, as part of the White House's crackdown on illegal immigration.
(BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

US SEIZES TWO 'SHADOW FLEET' TANKERS LINKED TO VENEZUELAN OIL

The United States says it has seized two tankers linked to Venezuelan oil exports in "back-to-back" operations in the North Atlantic and the Caribbean. US forces boarded the Russian-flagged Marinera after a pursuit lasting almost two weeks as it travelled through the waters between Iceland and Scotland. The UK Royal Navy gave logistical support by air and sea. A second tanker - the M/T Sophia - was accused by the US of "conducting illicit activities" and boarded in the Caribbean. The moves come as the US seeks to choke off most exports of Venezuelan crude oil, and just days after its special forces seized Venezuelan President Nicolas Maduro in a lightning raid on his residence in Caracas.
(BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

FOOTAGE SHOWS VIOLENT CLASHES AS IRAN PROTESTS SPREAD TO MORE AREAS

There were violent clashes between anti-government protesters and security forces in several locations in Iran on Wednesday, as a wave of unrest sparked by the country's economic crisis continued for an 11th day. Iran's semi-official Fars news agency, which is close to the Revolutionary Guards, said two policemen were shot and killed by armed individuals in the south-western town of Lordegan. Videos posted on social media showed a tense stand-off between protesters and security forces, with the sound of gunfire in the background. In footage from several other areas, security forces appear to fire guns and tear gas towards crowds of protesters, some of whom are throwing stones.
(BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

TRUMP WITHDRAWS US FROM KEY CLIMATE TREATY & DOZENS OF OTHER GROUPS

US President Donald Trump has withdrawn the US from dozens of international organizations, including many that work to combat climate change. Nearly half of the 66 affected bodies are UN-related, including the Framework Convention on Climate Change - a treaty that underpins all international efforts to combat global warming. Groups working on development, gender equality and conflict - areas the Trump administration had repeatedly dismissed as advancing "globalist" or "woke" agendas - are also included. The White House said the decision was taken because those entities "no longer serve American interests" and promote "ineffective or hostile agendas". (BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

HEATWAVE HITS AUSTRALIA AS OFFICIALS WARN OF 'CATASTROPHIC' FIRE RISK

Parts of Australia will face catastrophic fire conditions on Friday, when heatwaves are expected to hit most of the country. Severe to extreme heatwaves have been declared in every state and territory in Australia, except for Queensland, with high temperatures forecast for days. The state of Victoria has declared a total fire ban for Friday, as the fire danger rating will be set at "catastrophic" - the highest level. Some 450 schools and childcare centres will be closed. One meteorologist told the BBC that the combination of heatwaves and an elevated fire danger in parts of the country could create the most"significant" conditions since the devastating Black Summer bushfires.
(BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

ONE MILLION WITHOUT HEAT AND WATER AFTER RUSSIAN STRIKES: UKRAINE

Russian drone strikes on Ukraine have left more than one million people in the region of Dnipropetrovsk without heating and water supplies, Ukraine's deputy prime minister says. Oleksiy Kuleba added that work was continuing to restore services following the large-scale attack, which damaged infrastructure across the south-east. Electricity supplies were also disrupted for thousands more people in neighbouring Zapprizhzhia, but power has since been restored. Russia has recently intensified attacks on Ukraine's energy infrastructure, aimed at paralysing power supplies during a harsh winter. President Volodymyr Zelensky accused it of "mockery" and pleaded for Western support.
(BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

THOUSANDS FLEE CLASHES BETWEEN SYRIAN GOVERNMENT & KURDISH FIGHTERS IN ALEPPO

At least 12 people have reportedly been killed during two days of intense clashes between Syrian government and Kurdish fighters in the northern city of Aleppo. Tens of thousands of civilians have also fled the Kurdish majority neighbourhoods of Sheikh Maqsoud and Ashrafieh, which the Syrian army shelled on Wednesday afternoon after designating them as "closed military areas". The government said the operation was a response to attacks by armed groups in the areas and was "solely aimed at preserving security". The Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) militia alliance - which insists it has no military presence in Aleppo - called it a "criminal attempt" to forcibly displace residents.
(BBC News Web Page: 08/01/26, FARUK)

:: The End::